জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

১৭ জুলাই ২০১৯ (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ১৭.০৭.২০১৯–২১.০৭.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মূখ্য কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় আস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

বিগত চারদিনে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আগামী পাঁচ দিনেও যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে এমন জেলাগুলোর জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো।

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

ধান:

- জমি থেকে আতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন এবং আউশ ধানের জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে বৃষ্টিপাতের পর ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- রোগবালাই থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- আমন বীজতলা আগাছামুক্ত রাখুন।
- আমন ধানের চারা রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর আমন রোপণের জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক (বোরো/আউশ মৌসুমে জিঙ্ক প্রয়োগ করে থাকলে জিঙ্ক প্রয়োগের প্রয়োজন নেই) এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন। চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান। সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে জমিতে ৫-৭ সেমি পানি রাখুন। জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্যে অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ভাল মানের আঁশ পাওয়ার জন্য ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। নালায় পানির তাপমাত্রা রেটিং এর জন্য আদর্শ অবস্থায় রয়েছে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাটে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চেলে পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি ৪ লিটার পানিতে ৩ মিলি ডাইক্লোরভস অথবা ১ লিটার পানিতে ২ মিলি এন্ডোসালফান মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বর্ষা মৌসুমে নতুন বাগান করুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। বৃষ্টিপাতের পর ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়শ লাগান।
- উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় হলুদের পাতায় দাগ রোগ এবং শশা জাতীয় সবজি ও পেঁয়াজে ডাউনি মিলডিউ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর ১ কেজি/হেক্টর হারে ম্যানকোজেব প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- বৃষ্টিপাতের পর আম বাগানের আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। এই কাজ বৃষ্টিপাতের পর করতে হবে।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কাজেই আম, পেয়ারা ও নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।

খরিফ ভুট্টা:

- বৃষ্টিপাতের পরপরই ফসল সংগ্রহ করুন এবং রৌদ্রজ্জ্বল দিনে শুকিয়ে ফেলুন যাতে পরবর্তী কয়েকদিনের বৃষ্টিতে নষ্ট না হয়। পূর্ণ পরিপক্ক না হলে মোচা নিম্নমুখী করে রাখুন যাতে বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (১৭ জুলাই, ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ১৬ জুলাই, ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ১৭ জুলাই, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০৩	৩৪.৬	২৬.৫	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩৫.৭	২৬.০
	টাঙ্গাইল	০০	৩৪.৫	২৫.৫		ঈশ্বরদী	০০	৩৫.০	২৫.৭
	ফরিদপুর	সামান্য	৩৫.০	২৫.৬		বগুড়া	০০	৩২.০	২৬.৫
	মাদারীপুর	০০	৩৫.২	২৫.৬		বদলগাছী	০০	৩২.২	২৬.৪
	গোপালগঞ্জ	০০	৩৫.৬	২৬.৮		তাড়াশ	০১	৩৩.৩	২৭.০
	নিক্‌লি	০০	৩১.০	২৬.৫					
					রংপুর	রংপুর	০০	৩২.৫	২৬.৪
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	২১	৩০.৫	২৫.৫		দিনাজপুর	০০	৩৩.৩	২৫.৮
	নেত্রকোনা	০৩	৩০.০	২৫.৫		সৈয়দপুর	০০	৩৩.১	২৬.০
						তেঁতুলিয়া	০২	৩১.০	২৩.৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৩.০	২৭.৬		ডিমলা	০৬	৩৩.১	২৫.১
	সন্দ্বীপ	০০	৩২.৬	২৭.০		রাজারহাট	০০	৩১.০	২৭.০
	সীতাকুন্ড	০০	৩৩.৫	২৬.৯					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩৪.০	২৬.০	খুলনা	খুলনা	০০	৩৬.২	২৮.০
	কুমিল্লা	০০	৩৩.৯	২৭.৮		মংলা	০০	৩৬.৬	২৭.৪
	চাঁদপুর	০০	৩৫.০	২৮.০		সাতক্ষীরা	০০	৩৬.৬	২৬.৭
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩৪.২	২৭.৮		যশোর	১৫	৩৭.৮	২৫.০
	ফেনী	০০	৩৪.২	২৭.৪		চুয়াডাঙ্গা	০৮	৩৬.৯	২৫.৭
	হাতিয়া	০০	৩৩.৫	২৮.০		কুমারখালী	৪৪	৩৪.৪	২২.৮
	কক্সবাজার	০০	৩১.৫	২৬.৮					
	কুতুবদিয়া	০০	৩২.৮	২৭.৬	বরিশাল	বরিশাল	০০	৩৫.২	২৭.৫
	টেকনাফ	০০	৩৩.০	২৬.৫		পটুয়াখালী	০০	৩৫.৩	২৮.২
						খেপুপাড়া	০০	৩৪.৩	২৭.৫
সিলেট	সিলেট	০৫	৩১.৭	২৫.০		ভোলা	০০	৩৩.৯	২৭.৯
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩৩.০	২৬.০					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ১.৫১ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ১.৮৫ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (১৬ জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত) তাপমাত্রার স্থানিক বন্টন

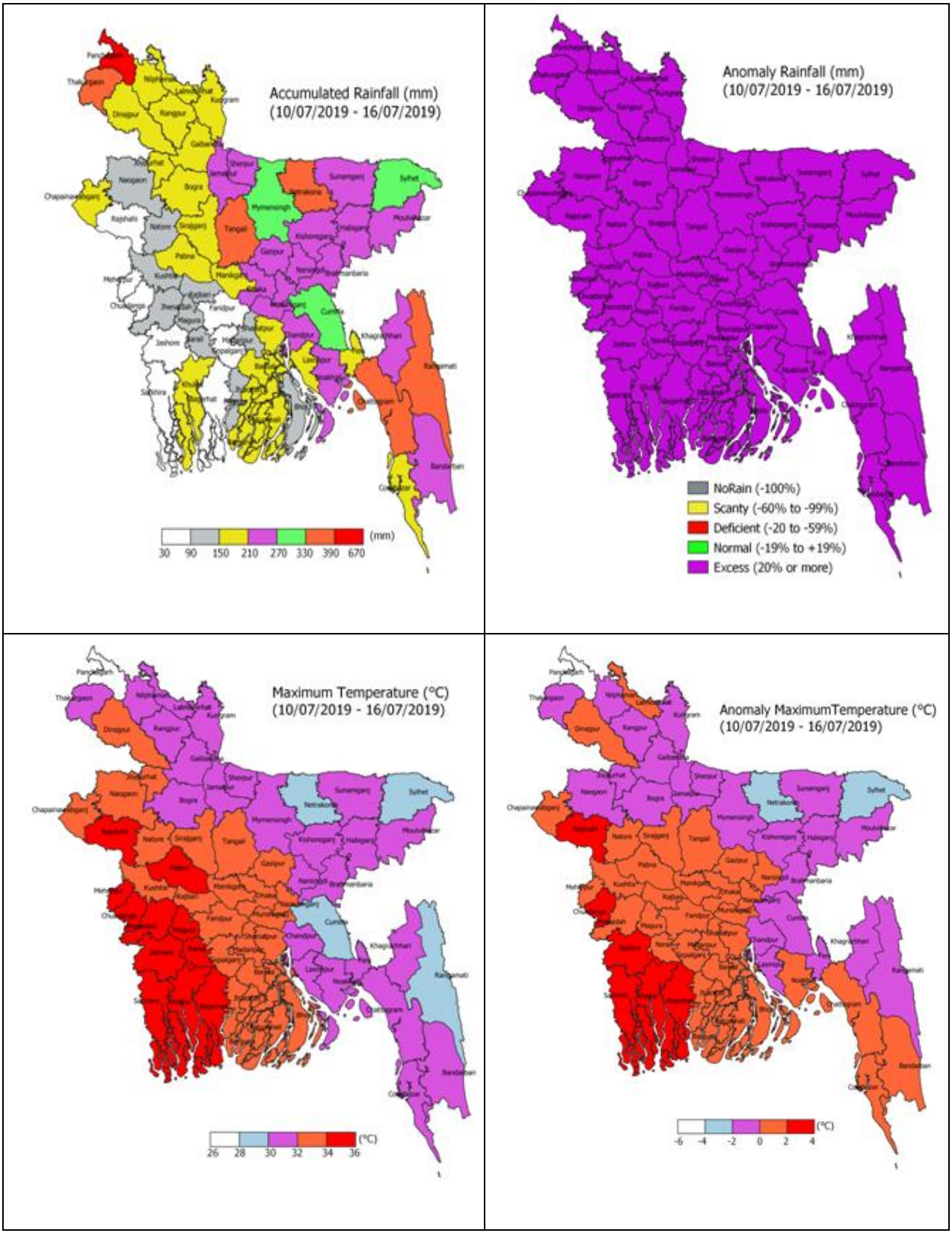

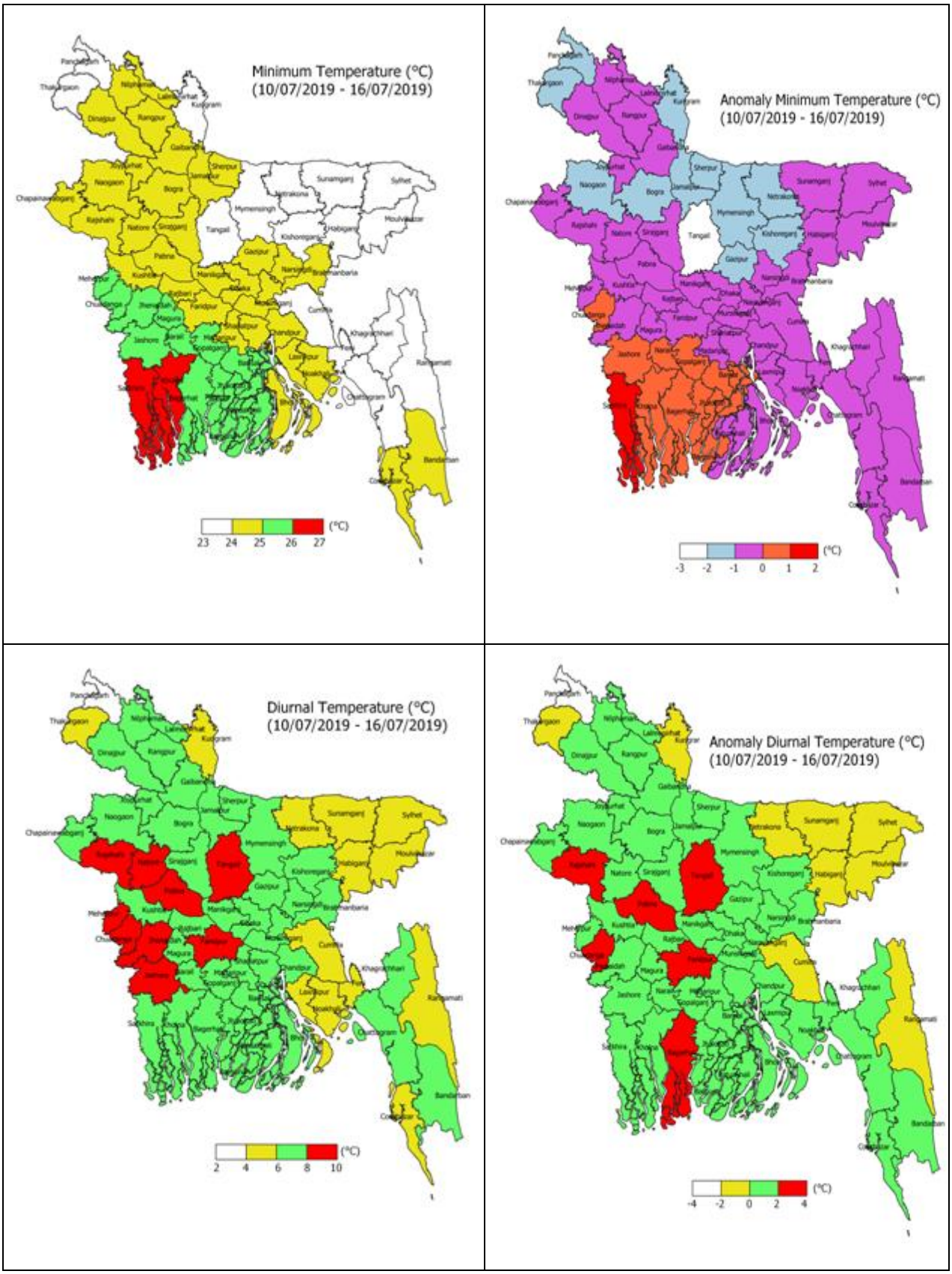
Minimum Temperature (°C)
(10/07/2019 - 16/07/2019)
(°C)
23 24 25 26 27
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(10/07/2019 - 16/07/2019)
(°C)
-3 -2 -1 0 1 2
Diurnal Temperature (°C)
(10/07/2019 - 16/07/2019)
(°C)
2 4 6 8 10
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(10/07/2019 - 16/07/2019)
(°C)
-4 -2 0 2 4

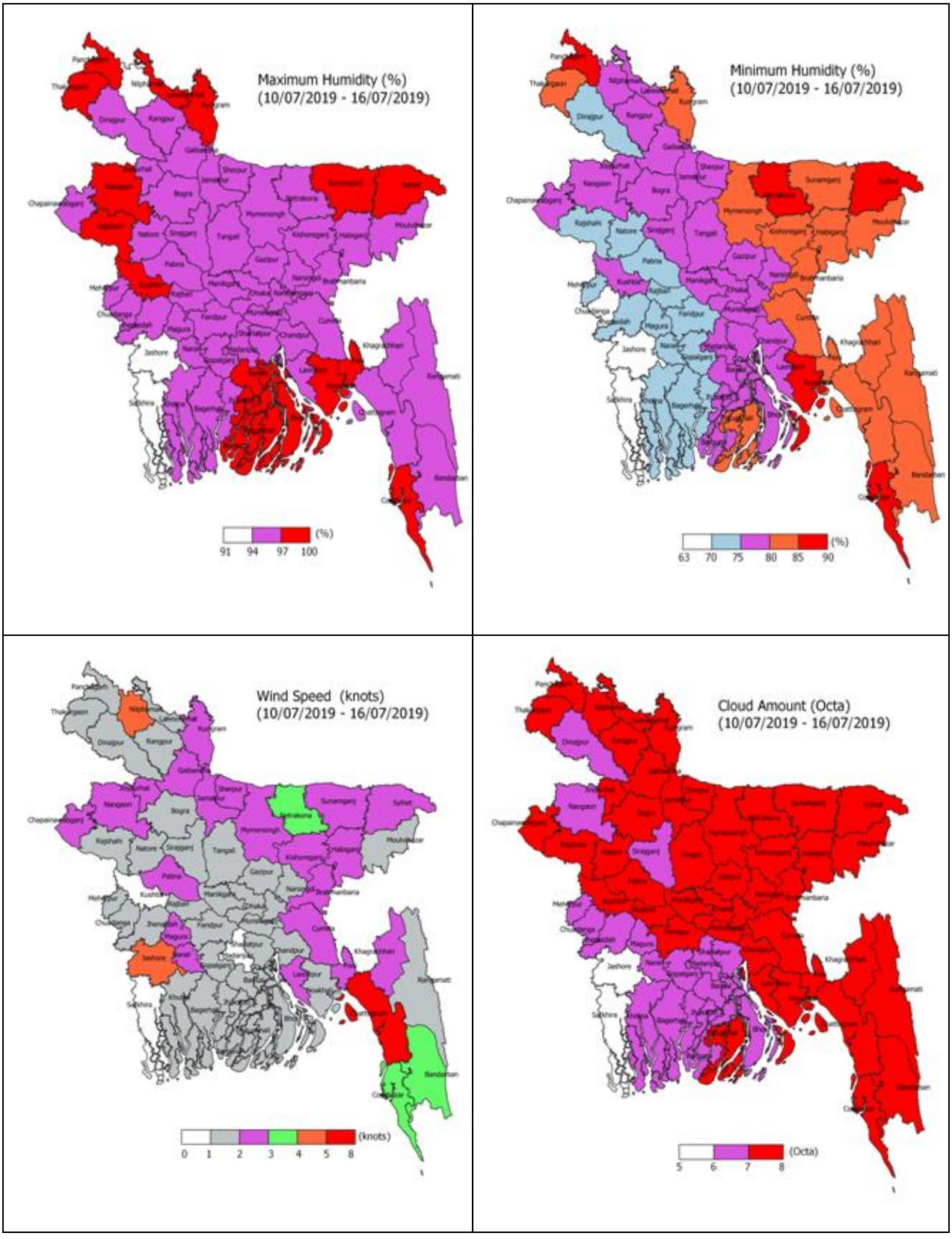
Maximum Humidity (%)
(10/07/2019 - 16/07/2019)
(%)
91 94 97 100
Minimum Humidity (%)
(10/07/2019 - 16/07/2019)
(%)
63 70 75 80 85 90
Wind Speed (knots)
(10/07/2019 - 16/07/2019)
(knots)
0 1 2 3 4 5 8
Cloud Amount (Octa)
(10/07/2019 - 16/07/2019)
(Octa)
5 6 7 8

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৫/০৭/২০১৯ হতে ২১/০৭/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৭৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৭৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর ও ঢাকা বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং দেশের অন্যত্র অনেক স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) হতে ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (১৭ জুলাই হতে ২১ জুলাই পর্যন্ত)

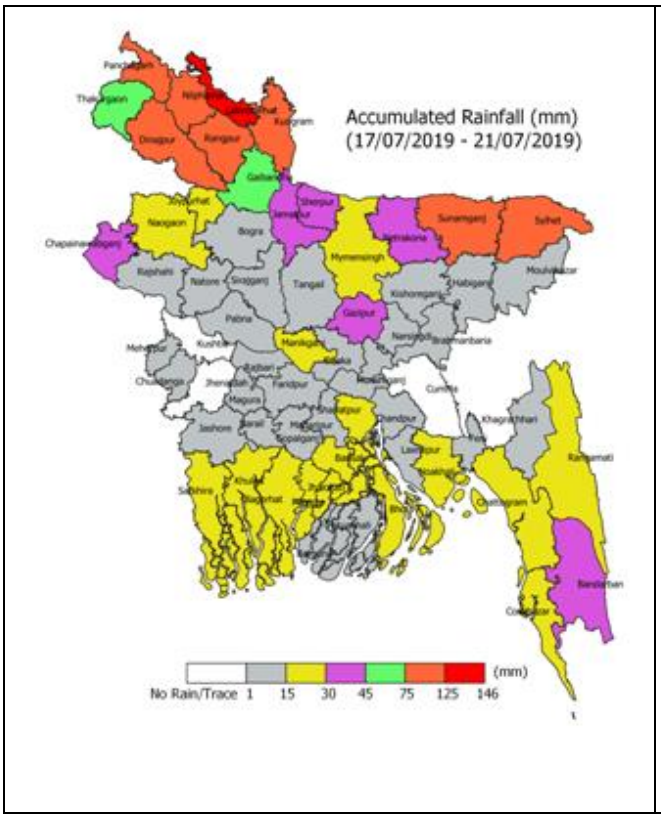

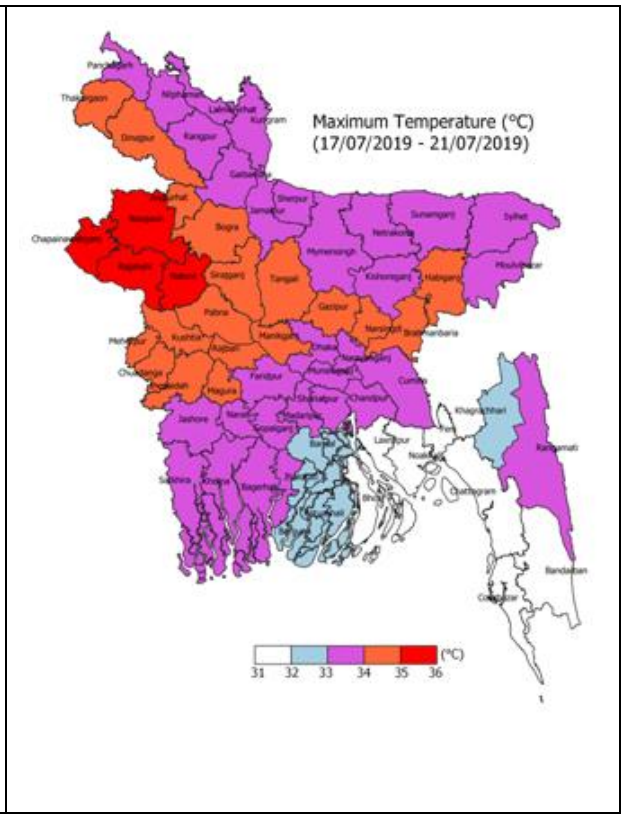

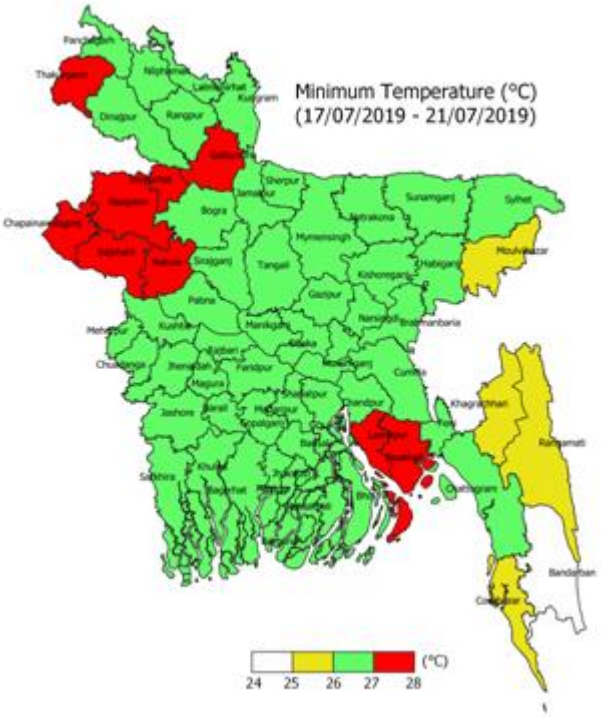
Minimum Temperature (°C)
(17/07/2019 - 21/07/2019)
(°C)
24 25 26 27 28

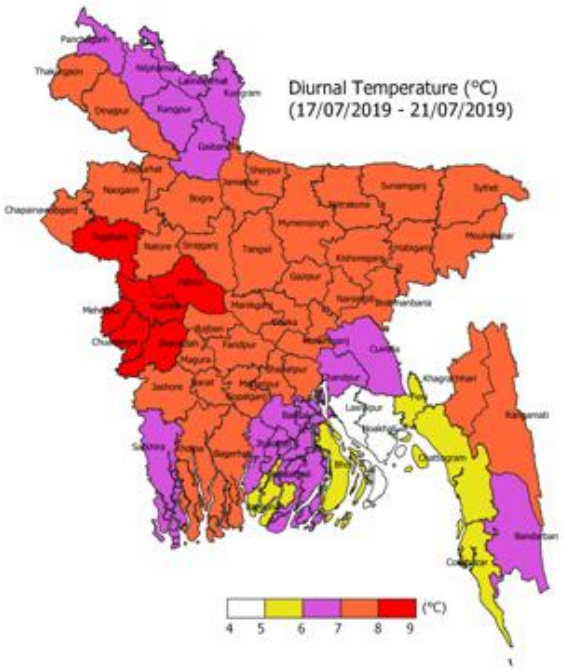
Diurnal Temperature (°C)
(17/07/2019 - 21/07/2019)
(°C)
4 5 6 7 8 9

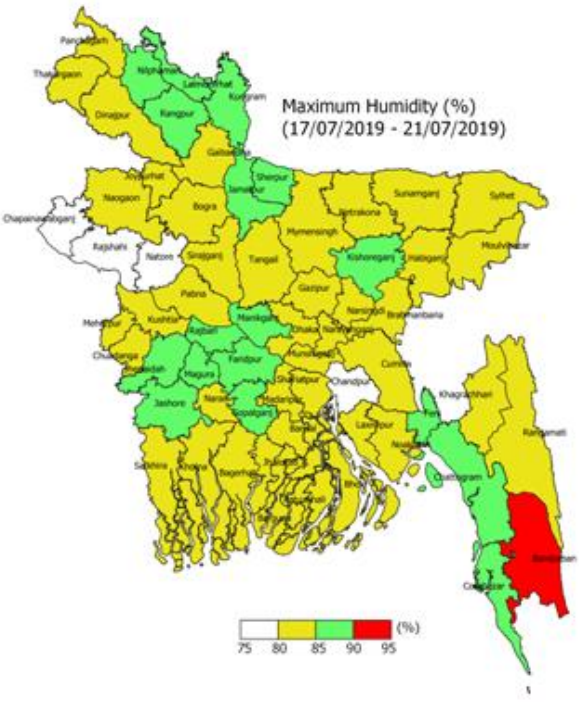
Maximum Humidity (%)
(17/07/2019 - 21/07/2019)
(%)
75 80 85 90 95

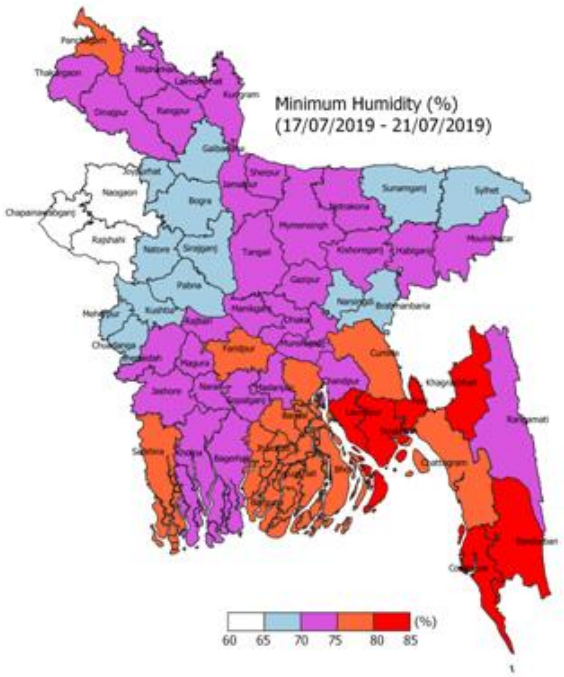
Minimum Humidity (%)
(17/07/2019 - 21/07/2019)
(%)
60 65 70 75 80 85

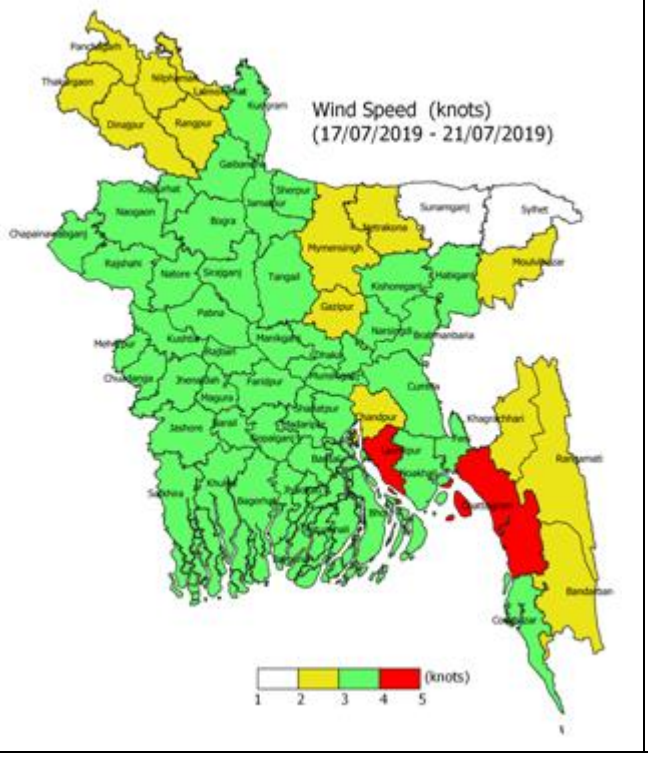

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্য:**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 27 (02 July -08 July) over Agricultural regions of Bangladesh

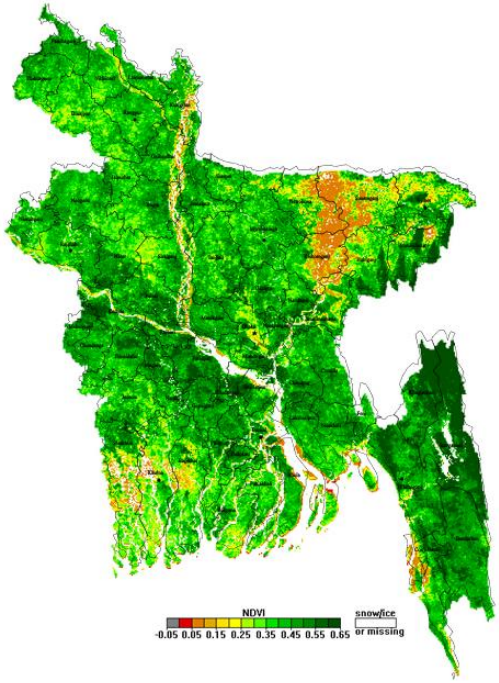

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 27 (02 July -08 July) over Agricultural regions of Bangladesh

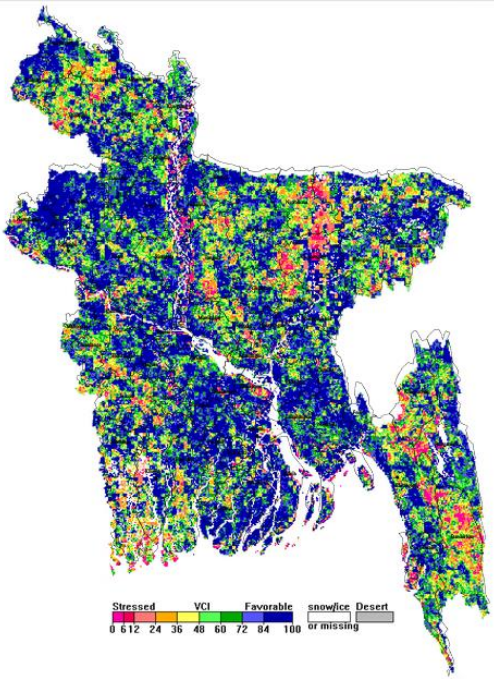

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week

week number No. 27 (02 July -08 July) over Agricultural regions of Bangladesh	number No. 27 (02 July -08 July) over Agricultural regions of Bangladesh
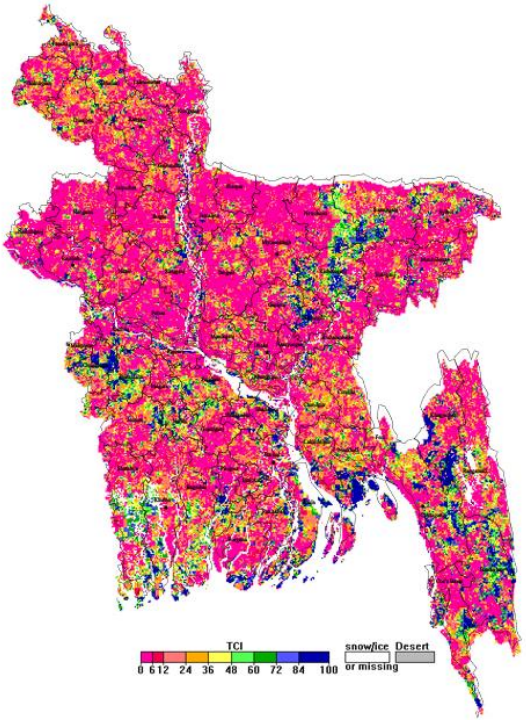	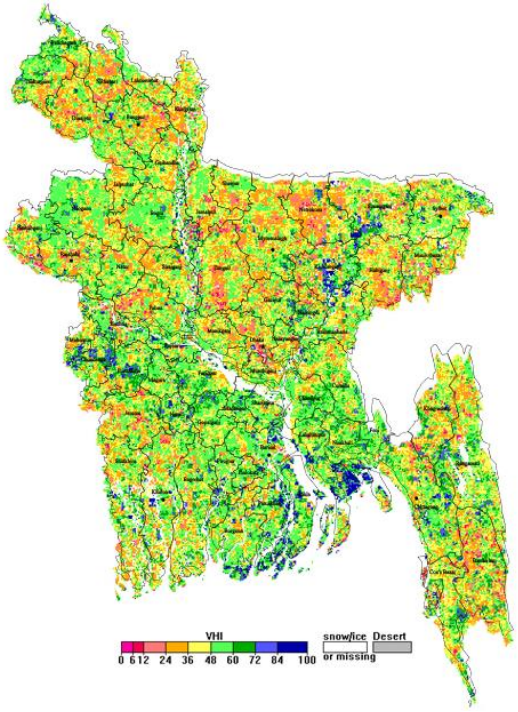

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত তিন মাসে ও মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলো স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব, ও দক্ষিণ-পশ্চিম, জেলাগুলো শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

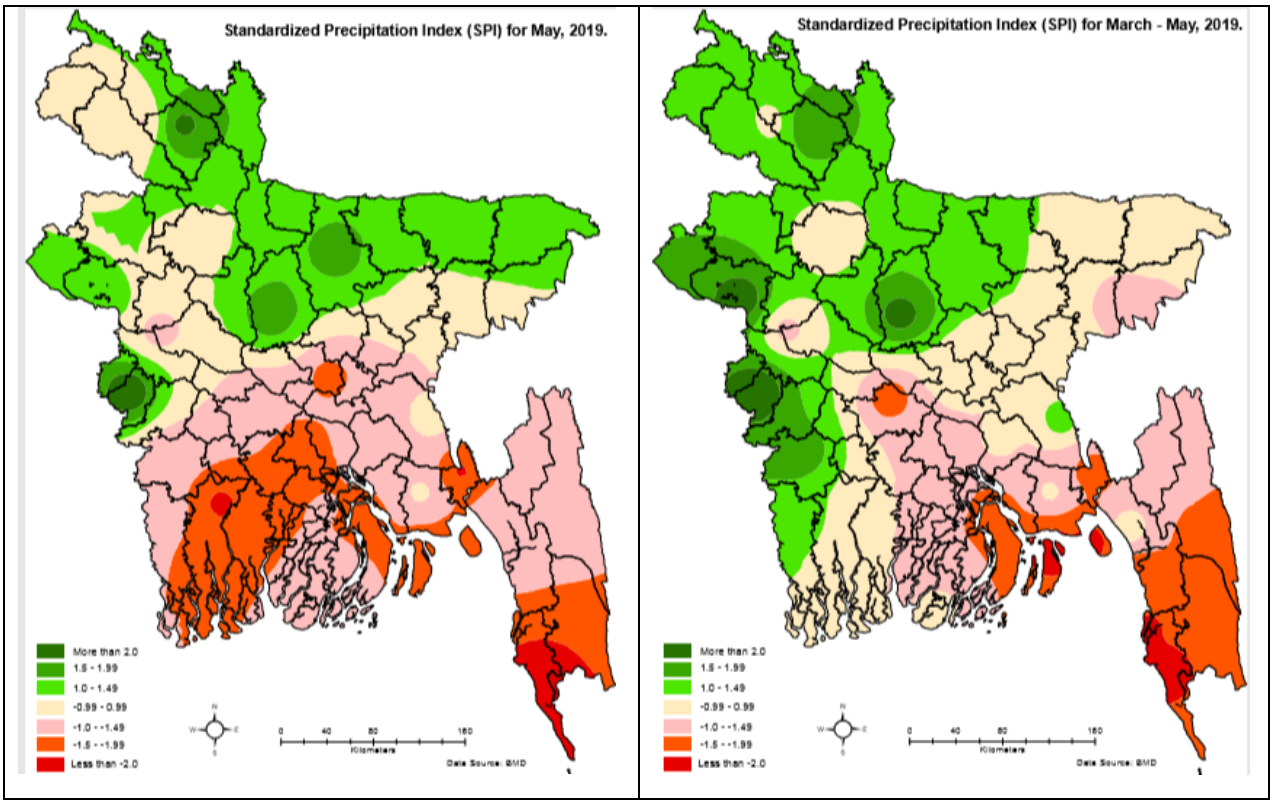

Source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

হাওর অঞ্চলে ফ্ল্যাশ ফ্লাড মনিটরিং (উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)
১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে নদীর অবস্থা

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- আপার মেঘনা ও দক্ষিন-পূর্ব পাহাড়ী এলাকা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের উজানের প্রদেশসমূহে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।
- আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টায় পদ্মা নদী ভাগ্যকুল পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ , সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৩	বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত	০৬
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি	৪৯	*মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস	৩৮	**বিপদসীমার উপরে**	২৩